সংবাদ

তারিখ ... ১১/১০/২০১৫
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা নামধারী অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

দীর্ঘ আলোচনা ও নানা বিতর্কের পর অবশেষে নিয়ন্ত্রণে আসছে শিক্ষা বাণিজ্য আর বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠানোর নামে চলা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা নামধারী অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠান। নিয়মনীতি উপেক্ষা করে পরিচালিত হওয়া শাখা, স্টাডি, লার্নিং, রিক্রুটিং সেন্টারসহ এ সংক্রান্ত সব প্রতিষ্ঠানকে আইনের আওতায় আনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) প্রস্তাবের আলোকেই চূড়ান্ত করা হচ্ছে 'ক্রস বর্ডার হায়ার এডুকেশন' (সিবিএইচএ) নামে নতুন নীতিমালা। যার নাম 'ক্রস বর্ডার হায়ার এডুকেশন অ্যাক্ট'। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পরিচালনার বিধান রেখেই ক্রস বর্ডার হায়ার এডুকেশন নীতিমালা চূড়ান্ত করা হচ্ছে। তবে নিজেদের প্রতিষ্ঠান : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

প্রতিষ্ঠানও নিয়ন্ত্রণে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা নামধারীদের একটি অসাধু গ্রুপ নিজেদের মতো করে নীতিমালা করার তদবির করলেও তা সেভাবে হচ্ছে না। বিদেশে শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সব প্রতিষ্ঠানকেই নীতিমালার আওতায় আনা হবে। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির কয়েকজন সুবিধাবাদী নেতা এখনও সিবিএইচএ'র বিরুদ্ধে কাজ করছে। তাদের কাছে এ বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ চেয়েও পাচ্ছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাই মন্ত্রণালয়ও এ নীতিমালা প্রণয়নের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২৩ অক্টোবর ফের সভা আহ্বান করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) কাজী সালাউদ্দিন আকবর সংবাদকে জানিয়েছেন, এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠানকে বাইরে রেখে নীতিমালা করলে এর উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। সবাই যাতে একটি নিয়মের মধ্যে থেকে কাজ করতে পারে তাই করতে চায় সরকার। কারণ সরকার চায়, শিক্ষার নামে যাতে কেউ প্রতারণা করতে না পারে।

ইউজিসি মনে করে বিদেশে শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সব প্রতিষ্ঠানকেই নীতিমালার আওতায় আনা উচিত। অন্যথায় শিক্ষার এ সংকট বন্ধ হবে না। কারণ দেশের কিছু বিতর্কিত ব্যক্তিও নানাভাবে সরকারের সহায়তায় শিক্ষা ব্যবসায় যেতে উঠেছে। তাদের লাগাম টেনে ধরা জরুরি। তবে নীতিমালা প্রণয়নে ইউজিসির প্রস্তাবনাকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে থেকে এ বিষয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলো। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির কর্মকর্তারা জানান, ইউজিসি প্রণীত বিদেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত এ বিধিমালায় ৩ ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস এবং টিউশন প্রভাইডিং বা স্টাডি বা টিচিং বা কোচিং সেন্টার। স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ৫ কোটি টাকা, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস (প্রতিটি বিষয়/প্রোগ্রাম বা এর অংশ বিশেষের জন্য) ২ কোটি টাকা এবং টিউশন প্রভাইডিং বা স্টাডি বা টিচিং বা কোচিং সেন্টার স্থাপনের জন্য ৫০ লাখ টাকার সংরক্ষিত তহবিল ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ইউজিসির অনুকূলে জমা দিতে হবে।

প্রস্তাবিত নীতিমালায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ১ একর জমিসহ ক্যাম্পাস এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস ও টিউশন প্রোভাইডিং পরিচালনার জন্য নিজস্ব বা ভাড়াকৃত ভবনে কমপক্ষে ৩ হাজার বর্গফুটের জায়গা রাখার বিধান রাখা হয়েছে। বিধিমালার শর্ত ভঙ্গ করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করলে অভিযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনূর্ধ্ব ৫ বছর কারাদণ্ড অথবা ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, নীতিমালা এখন অনেকটাই চূড়ান্ত। ছোটখাটো দু-একটি বিষয়ে পরিবর্তন আনা হতে পারে। তবে বড় কোন পরিবর্তন আনা হবে না।

প্রসঙ্গত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০-এর ৩ (৩) ধারামতে অনুমোদনপ্রাপ্ত নয়, এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশে পরিচালনা ও প্রচার বা প্রকাশনার কোন সুযোগ নেই। এ আইনের ৪৯ ধারা অনুযায়ী এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা মেলার আয়োজন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আইন অনুযায়ী দেশে কোন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের কোর্স পরিচালনা বা ক্যাম্পাস স্থাপনের সুযোগ নেই। আইনে বলা হয়েছে, কোন বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করে দেশের কোন স্থানে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের নামে ক্যাম্পাস স্থাপন করা যাবে না কিংবা কোন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের অধীনে দেশে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা কিংবা কোন ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদান করা যাবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা নামধারী এসব প্রতিষ্ঠানের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা যায়নি। সরকারের কাছে এদের নাম পরিচয় আছে, কিন্তু সে অনুযায়ী কোন পদক্ষেপ নেই। কারণ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহায়তায় বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা শিক্ষা ব্যবসা করছে। বিদেশে উচ্চশিক্ষার ফাঁদে পা দিয়ে ভুইফোঁড় প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রতিদিনই প্রতারণার শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এ বছরের প্রথমদিকে দু'শতাধিক মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় পল্টনের ইউনাইটেড নামের এক প্রতিষ্ঠানের মালিক মামুন।